সংবাদ

তারিখ ...13 DEC 2015...
পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ৩

না'গঞ্জে ছাত্রীর আত্মহত্যা

শিক্ষক বরখাস্ত, অন্যজনকে শোকজ

প্রতিনিধি, নারায়ণগঞ্জ

নকল করার অভিযোগে বহিষ্কার, শিক্ষকদের মারধর ও ভর্ৎসনা করার অভিযোগে স্কুলছাত্রীর গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যার ঘটনায় অভিযুক্ত শিক্ষককে বরখাস্ত ও অন্যজনকে শোকজ করা হয়েছে। ঘটনা খতিয়ে দেখতে জেলা প্রশাসককে নির্দেশ দিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ। এ সম্পর্কে গণমাধ্যমে সংবাদ প্রকাশিত হলে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ শনিবার দুপুরে নারায়ণগঞ্জের জেলা প্রশাসক মো. আনিছুর রহমান মিঞাকে এই নির্দেশ দেন। পরে জেলা প্রশাসকের নির্দেশে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও আইসিটি) শাহীন আরা বেগম ও নারায়ণগঞ্জ সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) আফরোজা আক্তার চৌধুরী বিকেলে নগর ভবনের পেছনে ছোট ভগবানগঞ্জ এলাকায় অবস্থিত নিহত ওই শিক্ষার্থীর বাড়িতে যায়। পরে তারা ওই বাড়ির মালিক ও প্রতিবেশীদের সঙ্গে কথা বলে অভিযোগের সত্যতা পান। এদিকে ঘটনার শিক্ষক : পৃষ্ঠা : ২ ক : ২

শিক্ষক : বরখাস্ত

(১৬ পৃষ্ঠার পর)

তিন দিন পর নারায়ণগঞ্জ সদর মডেল থানা পুলিশ অভিযুক্ত শিক্ষকদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেয়নি। নিহতের পরিবারের অভিযোগ, ঘটনার বিষয়টি পুলিশকে জানালেও তারা কোন আগ্রহ দেখায়নি।

নারায়ণগঞ্জ সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) আফরোজা আক্তার চৌধুরী জানান, জেলা প্রশাসকের নির্দেশে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও আইসিটি) শাহীন আরা বেগম ও তিনি শনিবার বিকেলে নগর ভবনের পেছনে ছোট ভগবানগঞ্জ এলাকায় মৃত শিক্ষার্থী উম্মে হাবিবা শ্রাবণীদের বাড়িতে যান। এ সময় তারা ওই বাড়িতে গিয়ে দেখতে পান ঘর তালাবন্ধ। ছাত্রীর লাশ দাফনের জন্য তার বাবা-মা তাদের গ্রামের বাড়ি নোয়াখালী গিয়েছেন। আমরা বাড়ির মালিক, অন্য প্রতিবেশী ও আশপাশের লোকজনের সঙ্গে কথা বলে নিহত স্কুলছাত্রীর পরিবারের অভিযোগ সম্পর্কে প্রাথমিক সত্যতা পেয়েছি। এছাড়া আত্মহত্যা করার আগে স্কুলছাত্রীর ডায়েরি লেখা চিরকুট মানুষের মুখে মুখে। পরে আমরা নগরীর ডিআইটি বাণিজ্যিক এলাকায় অবস্থিত গণবিদ্যালয় নিকেতন স্কুলে যাই। সেখানে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক এমএ কাইয়ুম এর বক্তব্য নেয়া হয়। তিনি আমাদের জানিয়েছেন, এ ঘটনায় অভিযুক্ত শিক্ষক কামরুল হাসান মুন্নাকে ইতোমধ্যে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হয়েছে। অন্য শিক্ষিকা নাসরিন আক্তারকে কারণ দর্শানোর নোটিশ দেয়া হয়েছে। এছাড়া যে সহকারী প্রধান শিক্ষকের রুমে এই ঘটনা ঘটেছে- তার বিরুদ্ধে কী ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে জানতে চাইলে প্রধান শিক্ষক তার বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নেয়া হবে বলে আমাদের আশ্বস্ত করেছেন।

ইউএনও আফরোজা আক্তার চৌধুরী আরও জানান, রোববার অফিস খোলার পর জেলা প্রশাসকের নির্দেশনা অনুযায়ী পরবর্তী পদক্ষেপ নেয়া হবে। এ বিষয়ে গণবিদ্যা নিকেতনের প্রধান শিক্ষক এমএ কাইয়ুম জানান, নিহত ওই স্কুলছাত্রীকে প্রকাশ্যে সবার সামনে ভর্ৎসনা করা মোটেও ঠিক হয়নি। এটা অনুচিত হয়েছে। প্রত্যেকটি মানুষের আত্মসম্মানবোধ রয়েছে। আত্মসম্মানে আঘাত লাগার কারণে সে আত্মহননের পথ বেছে নিতে বাধ্য হয়েছে। এ ঘটনায় বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক কামরুল হাসান মুন্নাকে স্কুল পরিচালনা কমিটির জরুরি সভা করে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে এবং অন্য সহকারী শিক্ষক নাসরিন বেগমকে কারণ দর্শানোর নোটিশ দেয়া হয়েছে। তবে কামরুল হাসান মুন্না শনিবার স্কুলে আসেননি। ঘটনার পর থেকে তার মুঠোফোনটি বন্ধ রয়েছে। এদিকে ঘটনার তিন দিন পেরিয়ে গেলেও নারায়ণগঞ্জ সদর মডেল থানা পুলিশ অভিযুক্ত শিক্ষকদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থায় নেয়নি। এ ঘটনায় নিহতের পরিবার ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, আমরা পুলিশকে বিষয়টি জানালেও তারা কোন উদ্যোগ নেয়নি। আমরা অভিযুক্ত শিক্ষকদের শাস্তি দাবি করেন।

বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ নারায়ণগঞ্জ জেলা কমিটির আইনগত বিষয়ক সম্পাদক শাহানারা বেগম বলেন, স্কুলছাত্রীকে গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যার ঘটনায় অভিযুক্ত শিক্ষকদের গ্রেফতার ও শাস্তির দাবি করেন। নিহত স্কুলছাত্রীর আত্মহত্যার আগে হাতে লেখা চিরকুটটি উদ্ধার করা হলেও ঘটনার তিন দিন অতিবাহিত হলেও পুলিশ অভিযুক্ত শিক্ষকদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা না নেয়ায় পুলিশের গাফিলতি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। তারা অভিযুক্তদের অবিলম্বে গ্রেফতারের দাবি জানান। নারায়ণগঞ্জ সদর মডেল থানার ওসি আবদুল মালেক জানান, এই ঘটনায় নিহতের বাবা বাদী হয়ে অপমৃত্যু মামলা দায়ের করেছে। ঘটনাটি তদন্ত করে ব্যবস্থা নেয়া হবে। তবে ঘটনার তিন দিনেও কেন অভিযুক্ত শিক্ষকদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হলো না জানতে চাইলে তিনি কোন সদুত্তর দিতে পারেননি।উল্লেখ্য, গত বৃহস্পতিবার নগরীর ডিআইটি বাণিজ্যিক এলাকায় অবস্থিত গণবিদ্যা নিকেতন উচ্চ বিদ্যালয়ের নবম শ্রেণীর পদার্থ বিদ্যা পরীক্ষা চলাকালে নকল করার অভিযোগ এনে স্কুল ছাত্রী উম্মে হাবিবা শ্রাবণীকে মারধর ও অপমান করে স্কুলের সহকারী শিক্ষক কামরুল হাসান মুন্না ও সহকারী শিক্ষক নাসরিন আক্তার। পরে তাকে পরীক্ষার হল থেকে বহিষ্কার করা হয়। এই ঘটনায় ওই স্কুলছাত্রী বাড়ি ফিরে দুপুরে সিলিং ফ্যানের সঙ্গে গলায় ওড়না পেঁচিয়ে আত্মহত্যা করে। আত্মহত্যা করার আগে নিহত স্কুলছাত্রী তার ডায়েরির চিরকুটে আত্মহত্যার কারণ হিসেবে প্রকাশ্যে অপমান ও মারধরের কারণে সেই আত্মহত্যা করতে বাধ্য হয়েছে বলে উল্লেখ করেছে।